মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

টাঙ্গাইল জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির ১০ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: আতাউল গনি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি
সভার তারিখ	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১
সভার সময়	বেলা ১২.০০টা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	উপস্থিত সদস্য/প্রতিনিধিগণের হাজিরা সংযুক্ত

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতেই সদস্য সচিব কর্তৃক শিশুশ্রমের প্রেক্ষাপট জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০, শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির আলোকে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতামূলক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর সদস্য সচিব ৯ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	**শিশুশ্রম নিরসন নীতি সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। সদস্য সচিব বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে। শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করে শিশুশ্রম মুক্ত দেশ গঠনে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।	সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, মালিক ও মালিক সমিতি, শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন, গণমাধ্যম কর্মী সহ সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় **'শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক আন্দোলন'** গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদেরকে কাজ করতে হবে।	১. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ২. জনপ্রতিনিধি ৩. মালিক ও মালিক সংগঠন ৪. শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন ৫. গণমাধ্যম কর্মী ৬. উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC) ৭. জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC)
০২.	**শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় সংক্রান্ত:** ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮টি সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ১) তৈরী পোশাক ২) চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ৩) ট্যানারী ৪) গ্লাস ৫) সিরামিক ৬) সিল্ক ৭) রপ্তানীমুখী চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন ৮) জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প। ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনকল্পে	১) শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ২) সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত যেসব প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে তার কার্যক্রম	১. টি টি সি, টাঙ্গাইল ২. এস এস এস, টাঙ্গাইল ৩. ব্র্যাক, টাঙ্গাইল ৪. শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ৫. সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল ৬. উপ-পরিচালক,

	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ১ বছরমেয়াদী (জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) কর্মপরিকল্পনা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল ২০২১-২২ অর্থবছরে ঝুঁকিপূর্ণসহ বিভিন্ন সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ এবং নোটিশ প্রেরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, অংশীজনদের নিয়ে সভা, তাগিদপত্র প্রেরণ ও শ্রম আদালতে মামলা রুজুসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে সদস্য সচিব সভায় জানান। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে দারিদ্রপীড়িত, শিক্ষাবঞ্চিত, ঝরে পড়া, শ্রমে নিয়োজিত ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কাজ করছে। সভায় টি.টি.সি., টাঙ্গাইলের অধ্যক্ষ, এস এস এস, টাঙ্গাইলের প্রতিনিধি, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সরকারী-বেসরকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। শিশুশ্রম নিরসনে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের পূনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। শিশুশ্রম নিরসনে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী প্রকল্প গ্রহণ করা হলে অধিক ফলপ্রসূ হবে মর্মে সদস্যগণ মত ব্যক্ত করেন।	বেগবান করতে হবে। ৩) শিশুশ্রম নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	সমাজসেবা অধিদপ্তর ৭. সভাপতি/সদস্য সচিব, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, সকল উপজেলা, টাঙ্গাইল ৮. সকল সদস্য, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ক মিটি (DCLMC), টাঙ্গাইল।
০৩.	**<u>শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ হালনাগাদ সংক্রান্ত:</u>** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, আটোমোবাইল ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল-রেঁস্তোরা, দোকান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সেক্টরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল সরেজমিন পরিদর্শন করে ৬৩ টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে ৭৬ জন শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা করা হয়েছে এবং ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে মর্মে সভায় উপস্থাপন করা হয়। হটস্পটগুলোতে শ্রমে নিয়োজিত সকল শিশুকে শ্রম হতে নিরসনের লক্ষ্যে কমিটির সকল সদস্যকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।	শিশুশ্রম নিরসনে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারপূর্বক অব্যাহত রাখতে হবে। টাঙ্গাইল জেলায় শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও শ্রম হতে নিরসনে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল। ১. উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল। ২. উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ৩. জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC)
	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য সংগ্রহের সময় যদি কোন শিশু শ্রমে নিয়োজিত হয়ে থাকে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে কমিটিতে প্রেরণ করা হলে তাদের শ্রম হতে নিরসন ও পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা সহজ হবে মর্মে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য সংগ্রহের সময় শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক তালিকা প্রণয়ন করে জেলা ও উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল। ২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল।
	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক শিশুশ্রমের ডেটা বা উপাত্ত সংগ্রহ করে জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিতে প্রেরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বারদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।	শিশুশ্রমের ডেটা বা উপাত্ত সংগ্রহ করে সদস্য সচিব, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং সদস্য সচিব, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

০৪.	**টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্তকরণ সংক্রান্ত:** টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রথমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও আইনত দন্ডনীয় অপরাধ এ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। তারপরও আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করলে আইনানুগ/শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে টাঙ্গাইলের জনসাধারণকে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।	১. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ২. জনপ্রতিনিধি ৩. মালিক ও মালিক সমিতি ৪. শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন ৫. গণমাধ্যম কর্মী ৬. উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC) ৭. জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC)
৫.	**উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত:** সদস্য সচিব জানান যে, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে পূণর্গঠন করে গেজেটে আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি সংক্রান্ত গেজেট, জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠনপূর্বক কার্যকর করা সংক্রান্ত জেলা প্রশাসক ও সভাপতি কর্তৃক উপজেলা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরিত পত্রসহ ফোল্ডার প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন এবং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না বলে সদস্য সচিব জানান। উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকর করা ও সভা করার জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণকে নির্শেনা প্রদান করলে উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকর করা ও সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সদস্য সচিব মত ব্যক্ত করেন। সকল উপজেলা কমিটিকে অতিসত্ত্বর কার্যকর হলে জেলার শিশুশ্রম নিরসন সহজতর হবে মর্মে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।	১. সকল উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন এবং কমিটি কার্যকর করতে হবে। ২. নিয়মিত কমিটির সভা আহবান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী সভাপতি/সদস্য সচিব, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি বরাবর প্রেরণ করবেন।	১.উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি। ২. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
		আগামী সভার পূর্বেই উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকর করা ও সভা করার জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণকে লিখিত নির্শেনা প্রদান করতে হবে।	উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল
		উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকর করা ও সভা করা সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী সভার পূর্বেই প্রেরণ এবং সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
০৬.	**প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ:** শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। টাঙ্গাইল জেলা-কে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে ‘শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ, শিশুকে কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না’ এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা শহরে মাইকিং করা হয়েছে এবং শিশুশ্রম বন্ধে প্রচারণমূলক লিফলেট ও স্টিকার তৈরি করে বিলি করা হচ্ছে এবং উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বলে সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। টাঙ্গাইল জেলা গ্রিল প্রস্তুতকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ	শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলায় মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ও স্থানীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১. জেলা তথ্য অফিসার, টাঙ্গাইল ২. সভাপতি, প্রেস ক্লাব, টাঙ্গাইল। ৩. সকল সদস্য, জেলা কমিটি ৪. সভাপতি ও সদস্য সচিব, উপজেলা কমিটি ৫. উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, টাঙ্গাইল।

	সম্পাদক জনাব বিপ্লব দত্ত পল্টন শিশুশ্রম নিরসনের জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণাসহ জনপ্রতিনিধি যেমন-পৌর মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মালিক সমিতি, শ্রমিক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জেলা ব্যবসায়ী ঐক্যজোটের সভাপতি জনাব আবুল কালাম মোস্তফা লাবু জেলা/উপজেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন সরকারী দপ্তর অভিযান পরিচালনার সময় 'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা দন্ডনীয় অপরাধ' এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হলে শিশুশ্রম নিরসন সহজ হবে মত ব্যক্ত করেন। উপজেলাতে মাইকিং করে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে সদস্য সচিব অভিমত ব্যক্ত করেন।	শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার বিষয়ে কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
		জেলা/উপজেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তর অভিযান পরিচালনার সময় 'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা দন্ডনীয় অপরাধ' এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে।	১.সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২.সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ৩. বিএসটিআই ৪. জেলা বাজার কর্মকর্তা ৫. উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৭. জেলা/উপজেলা প্রশাসন
		সভা, সমাবেশে, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদিতে বক্তব্য প্রদানের সময় জনগণকে শিশুশ্রম নিরসনে উদ্বুদ্ধ করবেন।	১. জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ ৩। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ ক. পৌর মেয়র খ. উপজেলা চেয়ারম্যান গ. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

০৭.	**পুনর্বাসন সংক্রান্ত:** ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে এতিম, বাবা অথবা মা নেই, পরিত্যক্ত/পরিত্যাক্তা, অভিভাবকহীন, পিতৃ পরিচয়হীন শিশুদেরকে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ‘সরকারি শিশু পরিবার’-এ পুনর্বাসনের সুযোগ রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।	শ্রম হতে নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমে নিয়োজিত অসহায়, দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ২) অধ্যক্ষ, টিটিসি ৩) জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল ৪) প্রধান শিক্ষক, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ৫) ব্র্যাক, টাঙ্গাইল; ৬) এসএসএস, টাঙ্গাইল
০৮.	**মালিক সংগঠন ও টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ভূমিক:** টাঙ্গাইল জেলার দোকান/প্রতিষ্ঠান/কারখানা হতে শিশুশ্রম নিরসন করতে হলে সবার আগে মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে বলে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরের ব্যবসায়ী মালিক সমিতিকে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- প্রচার, মালিকদের নিয়ে সভা, শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান মালিককে উদ্বুদ্ধকরণ ও নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রেরণ ইত্যাদি গ্রহণ করার জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়। টাঙ্গাইল জেলার দোকান/প্রতিষ্ঠান/কারখানা মালিকদের সংগঠন টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি জানান, শিশুশ্রম নিরসনে তারা সোচ্ছার। এ বিষয়ে টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণও করেছেন। টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তার সাথে তারা একত্বতা ঘোষণা করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।	১) ‘শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা অভিভাবক ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্য আইনত দন্ডনীয় অপরাধ’ বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রচার করতে হবে। ২) কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান মালিকদের নিয়ে আয়োজিত সভায় শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ৩) শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান মালিককে নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ব্যবসায়ী মালিক সমিতি ২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিসিক ব্যবসায়ী মালিক সমিতি ৩. সভাপতি, জেলা ব্যবসায়ী ঐক্যজোটে ৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
০৯.	**শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা পালন:** শিশুশ্রমিক কর্মরত দেখা যায় এমন সেক্টর যেমন- ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, অটোমোবাইল ও মটর সাইকেল মেরামত ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল রেস্তোরা, দোকান প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুকে নিয়োগ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন অভিভাবক ও মালিকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানানো হয়। টাঙ্গাইল জেলা গ্রিল প্রস্তুতকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব বিপ্লব দত্ত পল্টন শিশুশ্রম নিরসনে টাঙ্গাইল জেলার শ্রমিক সংগঠনগুলো সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, মটর সাইকেল মেরামত ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল রেস্তোরা, দোকান, প্রতিষ্ঠানসহ সকল সেক্টরে শিশুকে নিয়োগ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন অভিভাবক ও মালিকগণকে উদ্বুদ্ধ ও প্রচার করতে হবে।	১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সংশ্লিষ্ট সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন ২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা বিসিক ক্ষুদ্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন। ৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিকলীগ, টাঙ্গাইল জেলা শাখা ৪.সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা শ্রমিক ফেডারেশন
১০.	**সরকারী দপ্তর/সংস্থার ভূমিকা:**		
	১. জেলা তথ্য অফিস, টাঙ্গাইল: শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার বিকল্প নেই। সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলাতে মাইকিং ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতামূলক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় সদস্যরা অভিমত ব্যক্ত করেন।	১. শিশুশ্রম নিরসনে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে মা সমাবেশ বা অভিভাবক সমাবেশ বা উঠান বৈঠকে ‘শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা অভিভাবক ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্য আইনত দন্ডনীয় অপরাধ’-এ বিষয়ে আলোচনা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতামূলক বিশেষ	সহকারী পরিচালক, জেলা তথ্য অফিসা

		প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং সদস্য সচিব বরাবর তথ্য প্রেরণ করতে হবে। ২. শিশুশ্রম নিরসনে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলাতে মাইকিং করে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতামূলক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	২. জাতীয় মহিলা সংস্থা, টাঙ্গাইল: জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্যকেন্দ্রসমূহের অভিভাবক সমাবেশ বা উঠান বৈঠকে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে আলোচনা করলে মানুষ সচেতন হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।	শিশুশ্রম নিরসনে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্যকেন্দ্রসমূহের উঠান বৈঠকে 'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা অভিভাবক ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্য আইনত দন্ডনীয় অপরাধ'-এ বিষয়ে আলোচনা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতামূলক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং তথ্য সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থা
	৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, টাঙ্গাইল: শুক্রবারে জুমা'র দিন মসজিদে ইমামগণ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে আলোচনা করলে সমাজের মানুষ সচেতন হবে বলে সভায় মত প্রদান করা হয়। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়টি ইমামগণ যাতে গুরত্বের সাথে বিবেচনা করে মসজিদে আলোচনা করেন সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং নিশ্চিতকরণে মনিটরিং এর জন্য উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কে অনুরোধ জানানো হয়।	শুক্রবারে জুমা'র দিনে ইমামগণের মাধ্যমে সকল উপজেলায় মসজিদে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে আলোচনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
	৪. বিসিক, টাঙ্গাইল: বিসিক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলোতে শিশু শ্রমিক যেন নিয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে বিসিক এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক কে অনুরোধ করলে বিসিক প্রতিনিধি সভায় জানান যে, তারা পত্রের মাধ্যমে সকল কারখানা কর্তৃপক্ষকে শিশুশ্রম নিয়োগ না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং শিল্প উদ্দোক্তাদের নিয়ে আয়োজিত সভায় উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়। বিসিক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলোতে শিশু কে যেন কাজে নিয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে মনিটরিং করার অনুরোধ করা হয়।	বিসিক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত শিল্পকারখানায় শিশুকে যেন কজে নিয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে মনিটরিং, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রাপ্ত তথ্য সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, টাঙ্গাইল
	৫. পরিবেশ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন কারখানা /প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে এবং ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদানের সময় শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন। কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় কোন প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক পাওয়া গেলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সদস্য সচিবকে প্রাপ্ত শিশুশ্রমিকের তথ্য প্রেরণ করার জন্য উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল কে অনুরোধ করা হয়।	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার নির্দেশনা প্রদান এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় প্রাপ্ত শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল

	৬. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, টাঙ্গাইল: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অগ্নিনির্বাপন মহড়াকালে এবং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন প্রদানের সময় শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন। কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অগ্নিনির্বাপন মহড়াকালে কোন প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক পাওয়া গেলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সদস্য সচিবকে প্রাপ্ত শিশুশ্রমিকের তথ্য প্রেরণ করার জন্য সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল কে অনুরোধ করা হয়।	কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অগ্নিনির্বাপন মহড়াকালে এবং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার নির্দেশনা প্রদান এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় প্রাপ্ত শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল
	৭. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল: টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনাকালে শিশুশ্রম আছে কী না তা লক্ষ্য করা, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করা এবং শিশুকে কাজে নিয়োজিত না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইলকে অনুরোধ জানানো হয়।	টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব কার্যক্রম যেমন-অভিযান পরিচালনাকালে প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম আছে কী না তা লক্ষ্য করতে হবে, শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরণ করতে হবে এবং শিশুকে কাজে নিয়োজিত না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
	৮. জেলা বাজার কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল: টাঙ্গাইল জেলার বাজার, মার্কেট/শপিংমল, দোকান/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা কালে বাজার, মার্কেট/শপিংমল, দোকান/প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম আছে কী না তা লক্ষ্য করা, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করা এবং শিশুকে কাজে নিয়োজিত না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য জেলা বাজার কর্মকর্তা, টাঙ্গাইলকে অনুরোধ জানানো হয়।	টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন বাজার, মার্কেট/শপিংমল, দোকান/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা কালে বাজার, মার্কেট/শপিংমল, দোকান/প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম আছে কী না তা লক্ষ্য করতে হবে, শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরণ করতে হবে এবং শিশুকে কাজে নিয়োজিত না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে।	জেলা বাজার কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল
	৯. টি.টি.সি., টাঙ্গাইল: টি.টি.সি., টাঙ্গাইলের অধ্যক্ষ তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন শিশুশ্রম নিরসনে/পুনর্বাসনে এক সাথে কাজ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।	১) শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শ্রম হতে প্রত্যাহার কারিগরী প্রশিক্ষণের আওতায় আনা/পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। ২) শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শ্রম হতে প্রত্যাহার কারিগরী প্রশিক্ষণের আওতায় আনা/পুনর্বাসন সংক্রান্ত যেসব প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে তার কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। ৩) শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শ্রম হতে প্রত্যাহার কারিগরী প্রশিক্ষণের আওতায় আনা/পুনর্বাসন সংক্রান্ত চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, টি টি সি, টাঙ্গাইল

	১০. সমাজসেবা অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল: ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে এতিম, বাবা অথবা মা নেই, পরিত্যক্ত/পরিত্যাক্তা, অভিভাবকহীন, পিতৃ পরিচয়হীন শিশুদেরকে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ‘সরকারি শিশু পরিবার’-এ পুনর্বাসনের সুযোগ রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।	শ্রম হতে নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমে নিয়োজিত অসহায়, দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর
	১১. জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল: জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে দারিদ্রপীড়িত, শিক্ষাবঞ্চিত, ঝরে পড়া, শ্রমে নিয়োজিত ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় ফিরে আনতে কাজ করছে।	১) চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে শ্রমে নিয়োজিত দারিদ্রপীড়িত ও ঝরে পড়া শিশুদেরকে শিক্ষার আওতায় এনে শ্রম হতে নিরসন কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। ২) চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে শ্রমে হতে নিরসনকৃত শিশুর হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল
	১২. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, টাঙ্গাইল : শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে শ্রম হতে নিরসনের লক্ষ্যে অভিভাবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং উক্ত শিশুদেরকে মনোনিশীলতা বিকাশে শিশুবিষয়ক সকল কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	১. শিশুকে শ্রমে নিয়োগ না করা এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে শ্রম হতে নিরসনে অভিভাবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রচার করতে হবে। ২. শ্রমে নিয়োজিত শিশুদেরকে শ্রম হতে নিরসনের লক্ষ্যে ও তাদের মনোনিশীলতা বিকাশে শিশুবিষয়ক সকল কর্মকান্ডে উক্ত শিশুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
	১৩. জেলা শিক্ষা অফিস, টাঙ্গাইল ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, টাঙ্গাইল: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য সংগ্রহের সময় যদি কোন শিশু শ্রমে নিয়োজিত হয়ে থাকে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে কমিটিতে প্রেরণ করা হলে তাদের শ্রম হতে নিরসন ও পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা সহজ হবে মর্মে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য সংগ্রহের সময় শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য/তালিকা প্রণয়ন করে কমিটির সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল। ২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল।
	১৪. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী: দায়িত্ব পালন কালে এবং অভিযান পরিচালনা কালে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল রেস্তোরা, দোকান/প্রতিষ্ঠান/কারখানা, গণ পরিবহন (যেমন- ইজিবাইক, লেগুনা, বাস, ট্রাক) ইত্যাদিতে শিশুকে কর্মরত দেখলে ‘শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা দন্ডনীয় অপরাধ’ এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সহ শ্রম হতে শিশুকে নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ, র‌্যাব সহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় উপস্থিত জেলা পুলিশ, টাঙ্গাইলের প্রতিনিধি শিশুশ্রম নিরসনে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। শিশুশ্রম নিরসনে প্রথমে উদ্বুদ্ধকরণ ও সতর্কীকরণ এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে তিনি মত ব্যক্ত করেন।	১. দায়িত্ব পালন কালে এবং অভিযান পরিচালনা কালে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল রেস্তোরা, দোকান/প্রতিষ্ঠান/কারখানা, গণ পরিবহন (যেমন- ইজিবাইক, লেগুনা, বাস, ট্রাক) ইত্যাদিতে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে শিশুকে কর্মরত দেখলে উদ্বুদ্ধকরণ সহ শ্রম হতে শিশুকে নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল।
১১.	**এনজিও বা বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা পালন:**		
	এস এস এস, টাঙ্গাইল: এস এস এস, টাঙ্গাইলের প্রতিনিধি তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন	১) শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শ্রম হতে শিশুদের	পরিচালক, এস এস এস, টাঙ্গাইল

	করেন। তিনি জানান যে, এস এস এস বাসা বাড়িতে কাজ করা শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ বিনামূল্যে শিক্ষাদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে।	নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ২) শ্রম হতে শিশুদের নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। ৩) চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	
	ব্র্যাক, টাঙ্গাইল: শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শ্রম হতে শিশুদের নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	১) শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শ্রম হতে শিশুদের নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ২) শ্রম হতে শিশুদের নিরসন/পুনর্বাসন সংক্রান্ত চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। ৩) চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	ব্র্যাক, টাঙ্গাইল
১২.	**শিশু সংগঠনের ভূমিকা**		
	স্বকাল পরিষদ শিশু শ্রম নিরসনে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছেন তার তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	১. শিশুকে শ্রমে নিয়োগ না করা এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে শ্রম হতে নিরসনে উদ্বুদ্ধ করবেন। ২. শিশুশ্রম নিরসনে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছেন তার হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ ও পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	স্বকাল পরিষদ, টাঙ্গাইল
	শেখ রাশেল শিশুকল্যাণ পরিষদ শিশু শ্রম নিরসনে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছেন তার তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	১. শিশুকে শ্রমে নিয়োগ না করা এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে শ্রম হতে নিরসনে উদ্বুদ্ধ করবেন। ২. শিশুশ্রম নিরসনে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছেন তার হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ ও পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	শেখ রাশেল শিশুকল্যাণ পরিষদ,টাঙ্গাইল
১৩.	**শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তির ভূমিকা**		
	প্রধান শিক্ষক, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়: শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল এর প্রধান শিক্ষক জনাব সায়মা খন্দকার সভায় জানান যে, কাজ করে এমন ছেলে মেয়ে এ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে।	শ্রম হতে নিরসন/ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শ্রমে নিয়োজিত অসহায়, দরিদ্র শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার উদ্যোগ জোরদার করতে হবে।	জনাব সায়মা খন্দকার, প্রধান শিক্ষক, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।
	তরুন ইউসুফ, সহকারী অধ্যাপক, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজ, টাঙ্গাইল: শিশু শ্রম নিরসনে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছেন তার তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	১. শিশুকে শ্রমে নিয়োগ না করা এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে শ্রম হতে নিরসনে উদ্বুদ্ধ/প্রচার করবেন। ২. শিশুশ্রম নিরসনে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করেছেন তার হালনাগাদ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ ও পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	জনাব তরুন ইউসুফ, সহকারী অধ্যাপক, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজ, টাঙ্গাইল

১৪.	**গণমাধ্যমের ভূমিকা** টাঙ্গাইল জেলা-কে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার বিকল্প নেই। ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে 'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ, শিশুকে কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না' এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ৮ম সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব এডভোকেট জাফর আহমেদ জানান টাঙ্গাইল জেলায় শিশুশ্রম বেশি নেই। শিশুশ্রম নিরসনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি সহ সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রচার প্রচারণার ফলে এ জেলায় বর্তমানে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা কম। করোনার কারণে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম দেখা যায়। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ, ওয়েল্ডিং, হোটেল ও দোকানে কিছু শিশুশ্রম দেখা যায়। তিনি প্রচার-প্রচারনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।	শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় গণমাধ্যমে বেশি বেশি প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১. সভাপতি, প্রেস ক্লাব, টাঙ্গাইল। ২. জেলা তথ্য অফিসার, টাঙ্গাইল ৩. উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, টাঙ্গাইল। ৪. জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মো: আতাউল গনি
জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা
শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.৯৩০০.০০০.০৬.০০৫.১৯.৩০৭

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৮
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) জনাব মো. ছানোয়ার হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৫ ও উপদেষ্টা, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি , টাঙ্গাইল
২) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫) কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সার্বিক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
৭) সহকারী সচিব, নারী ও শিশু শ্রম শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮) সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), গোপনীয় শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৯) ---, সদস্য, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, টাঙ্গাইল
১০) সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

মহর আলী মোল্লা
উপ -মহাপরিদর্শক